দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৭৭

# শিক্ষাঙ্গন

## পরীক্ষায় দুর্নীতি ও কিছু কথা

এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহের অব্যবস্থা ও বিশৃংখলার কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢালাওভাবে অসদুপায় অবলম্বন, চরম অব্যবস্থা, গোলযোগ ইত্যাদি সচেতন দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবক মহলকে রীতিমত উদ্বেগ ও শংকিত করে তুলেছে।

ইতিমধ্যে সরকার ২১টি পরীক্ষা কেন্দ্র চরম অব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বাতিল করার পরও অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই ব্যাপকভাবে অসুদপায় অবলম্বনসহ চরম অব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে কর্তৃপক্ষ ৪টি বোর্ডের ২১টি কেন্দ্র বাতিল করায় কুমিল্লা ও ঢাকা বোর্ডের দু'টো কলেজের ছাত্ররা দল বেঁধে সংশ্লিষ্ট কলেজে ও বোর্ডে চড়াও হয়ে জিনিসপত্র ও দরজা-জানালা ভাংচুর করার খবরও পাওয়া গেছে। একইভাবে রাজশাহী বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত পাকশী কলেজ কেন্দ্রটি বাতিল করায় গুরুত্বপূর্ণ হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট উত্তেজিত ছাত্ররা রেল লাইন উপড়ে ফেলে এবং পাকশীর রেলওয়ে কন্ট্রোল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন একচেঞ্জ বিধ্বস্ত করে দু'দিন যাবত ট্রেন চলাচল ব্যাহত করে। ঢাকা বোর্ডের পলাশ কেন্দ্রটি বাতিল করায় এবং কুমিল্লা বোর্ডের চৌয়ারা কলেজ কেন্দ্র বন্ধ করায় উত্তেজিত ছাত্ররা বাস ও ট্রাকে করে বোর্ড অফিসে গমন করে ভাংচুর করে ও কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় শ্লোগান দেয়। এসব অবৈধ কার্যকলাপ ও দেশের সম্পদ ক্ষতিসাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। তবে, পরীক্ষায় অবাধ নকল প্রবণতা ও চরম অব্যবস্থার প্রতিরোধে সরকারের এই উদ্যোগকে শুভ পদক্ষেপ বলা যায়। এক পরসিংখ্যানে দেখা যায়, এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়েও নকল সরবরাহকারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিলো। এসএসসি পরীক্ষায়ও অনুরূপ অব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ব্যাঙের ছাতার মত মফস্বল এলাকায় অসংখ্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অতীতে কেবলমাত্র মহকুমা শহরগুলোতে সংক্ষিপ্ত সময়সূচীর অধীনে পরীক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীদের অবাধভাবে বই খুলে পরীক্ষাদানের সুযোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, তখন থেকেই এ দেশে ব্যাপকভাবে নকল প্রবণতা এবং অসদুপায় অবলম্বনের জোয়ার শুরু হয়।

কিন্তু এ ধরনের পরিণতির জন্য দায়ী কারা? কেন শিক্ষাব্যবস্থায় এ ধরনের অরাজকতা বিদ্যমান? জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকেই এ ব্যাপারে কঠোর হস্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই পরিণতির জন্য আরো একটি কারণ রয়েছে। প্রত্যেক বছরই দেখা যায়, নানা অজুহাতে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। ফলে, ক্লাসে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেয়ার পূর্বেই পরীক্ষার সময় এসে যায়। তখন পরীক্ষা পাসের জন্য পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বনের প্রয়াস পায়।

যথার্থভাবে সিলেবাস প্রণয়ন এবং তা শেষ করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকলে এত ব্যাপকভাবে নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পেতো না। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই কমবেশী নকল চলে একথা আজ সবাই স্বীকার করেন। তবু কেন একে প্রতিরোধ করার বাস্তব ও কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। পরীক্ষার্থীরা শিক্ষকদের ঘেরাও, অপমান, লাঞ্ছনা ও হুমকির মাধ্যমে নকল করতে সুযোগ দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে দাবী জানানোর সাহস পায় কেন? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দেশে সার্টিফিকেটের মূল্য বেশী। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের মূল্য নেই। এজন্য অনেকের লক্ষ্য সার্টিফিকেট অর্জনের দিকে— প্রকৃত জ্ঞানলাভের দিকে নয়। তাই, এ দেশের বৃহত্তর ছাত্র সমাজ জ্ঞানার্জন না করেই জ্ঞানের মাপকাঠি সার্টিফিকেট আদায়ের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। আর এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে।

পরীক্ষা কি এবং কেনো এটা নেয়া হয় তা প্রতিটি ছাত্রকেই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষকদেরও দৃঢ়মনোবল নিয়ে কাজ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা কোনক্রমেই পরীক্ষায় নকল করতে উদ্বুদ্ধ না হয়। তবে, এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসন সকলকেই আত্মসচেতন হতে হবে।

—এম. জি. মাহফুজ